মডেল বানানোর নামে
প্রতারকচক্র

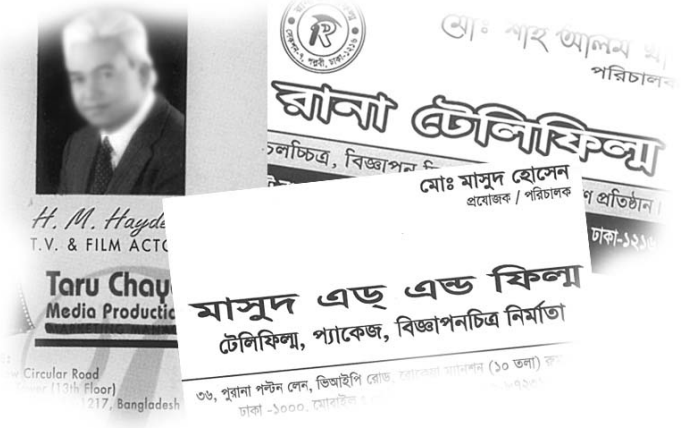

বর্ষা গাঙ্গুলী, জব্বার হোসেন, হাসান জামান

সুমনকে দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, শাহীনরা দিয়েছে সেটায় ভিন্ন মাত্রা। তারপর থেকে রমরমা হয়ে উঠেছে সিডি বাণিজ্য। পর্নো সিডিতে বাজার ভরে গেছে। নানাভাবে চলছে ব্ল্যাকমেইলিং ব্যবসা। সম্প্রতি যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। খোলাবাজারে একদিকে বিক্রি হচ্ছে পর্নো সিডি। অন্যদিকে মডেল, নায়িকা বানানোর দোকান সাজিয়ে বসেছে কেউ কেউ। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা খুঁজছে নতুন মুখ। মডেল বা নায়িকা হওয়ার আকর্ষণে ছুটে যাচ্ছে মেয়েরা। সেখানেই ঘটছে নানা রকম ঘটনা। বিষয়টির অনেক কিছুই আগে থেকে জানা ছিল। তারপরও ভালো করে বোঝার জন্যে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করলাম এমন কিছু প্রতিষ্ঠানে যারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন মুখ খুঁজছে। বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের মধ্যে চোখে পড়ল একটি। 'রানা টেলিফিল্ম'। চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র ও টিভি নাটক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। প্লট নং-আই/২, রোড নং-৫, সেকশন-৭, পল্লবী। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা দু'টি মোবাইল নম্বর। ফোনও করলাম বেশ কয়েকবার, ধরছে না।

তারপর ধরলেন একজন। নাম মোঃ শাহ আলম খান। নিজেকে পরিচয় দিলেন পরিচালক হিসেবে। মডেলিং, অভিনয় করার আগ্রহের কথা বললাম। জানতে চাইলাম কী করতে হবে? টেলিফোনে বলতে চাইলেন না কিছুই। সরাসরি চলে আসতে বললেন। আশ্বাস দিলেন চলে এলেই সব জানতে পারবেন। সেই অনুযায়ী বের হলাম। ১২ মার্চ বিকেলে পৌঁছলাম রানা টেলিফিল্মে।

মিরপুরের পল্লবীতে অফিসটি খুঁজে বের করতে হিমশিম খেতে হলো। বাড়ির গ্যারেজের ওপরে প্রায় ৬০০ স্কয়ার ফিটের একটা রুম, সেটি আবার দুই অংশে ভাগ করা পর্দা দিয়ে। একপাশে কিছু ছেলেমেয়ে রিহার্সেল করছে। অন্য পাশে চেয়ার-টেবিল দিয়ে বেশ গোছানো। শাহ্ আলমকে খুঁজলে পাশের ডেস্ক থেকে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ আর মিন্টুর সঙ্গে। আগ্রহের কথা বললে আমার নাম, ঠিকানা জানতে চাইলেন। বললাম, আমি রূপা। মগবাজারে থাকি। জিজ্ঞাসা করলেন কোনো বিশেষ যোগ্যতা আছে কি না। গান জানি বলতেই শোনাতে বললেন, আমি গেয়ে শোনালাম। তারপর হঠাৎ করে বলে উঠলেন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সদস্য হয়ে যান। এখানে নাচ, গান, অভিনয়, সবকিছু শেখানো হয়। আগামী মাসে মস্কো যাবো চার দিনের জন্য, আপনাকে নিয়ে যাবো সেখানে। আমাদের মোট ৪৬ জন মেয়ে লাগবে।

আমি তো নতুন, সেখানে গিয়ে কি করবো? আরও কতোজন লাগবে? পাশ থেকে এক মহিলা বলে উঠলেন, এটা আমাদের ব্যাপার। আপনাকে বলা যাবে না। আবারও জানতে চাইলাম সেখানে কি করতে হবে? বললেন, এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবো, রূপা তখন স্বর্ণের দামে বিক্রি হবে। জানালেন, আজীবন সদস্য হতে ১০৫০ টাকা আর ২ কপি ছবি লাগবে। সঙ্গে ৩টি শর্ত জুড়ে

দিলেন। প্রথমত, এখানে কাজ করলে সিনসিয়ারলি কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্যামেরা যেভাবে চায় সেভাবে করতে হবে। তৃতীয়ত, পরিচালক যা বলবে করতে হবে, না বলা যাবে না। পরিচালক যা চান মানে? এড়িয়ে গেলেন প্রসঙ্গটা। বললেন, সদস্য হলেই জানতে পারবেন। এদেরকে চেনেন, দেখেছেন কোথাও? সবাই কিন্তু বিখ্যাত পরিচালক। একজনকেও চিনলাম না। সবাই বিখ্যাত পরিচালক! আমাকে তখন পাঠালেন মিডিয়া প্রোডাকশনের এইচ. এম হায়দারের কাছে। আগে থেকেই সেখানে দুটি ছেলেমেয়ে বসা ছিলো। মনে হলো মেয়েটি হিন্দু, হাতে শাখা, মাথায় সিঁদুর। তার সঙ্গে দ্রুত কথা শেষ করে আমার নাম জানতে চাইলেন। শুরু থেকেই তুমি বলে সম্বোধন করলেন। সবকিছু জেনে নিয়েছো তো? আর শোনো, মিডিয়ায় কাজ করতে হলে খোলামেলা হতে হয়। পরিচালক যা বলবে করতে হবে। জড়তা থাকলে চলবে না। গতকাল একজন এসেছিলো, আমাদের সব শর্ত মেনে নিতে রাজি। কিন্তু তাকে সুযোগ দেইনি। মেয়েদের সৌন্দর্য ফিগার ও লিপস। তার কোনোটাই ছিলো না। তোমাকে ভালো লেগেছে। মনে হয় তুমি পারবে।

এখানে যা কথা হলো তার কিছু অংশ লিখলাম। লেখা হলো না বড় একটি অংশ, যা লেখার যোগ্যও নয়, উচিতও নয়। আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালেন অনেক কিছু। বিদেশ যাওয়া প্রসঙ্গে বোঝা গেল সেখানে গিয়ে কী করতে হবে। বাজারে যে নানা রকমের সিডি পাওয়া যায় তারও যে অনেকগুলো এরা তৈরি করে বোঝা গেল সেটাও। বুঝতে পারলাম এদের বিদেশে যাওয়া দলের সঙ্গে অনেক বিত্তবানরা যায়। মূলত এই বিত্তবানরাই অর্থের যোগান দেয়। মডেল, নায়িকা এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদের। তারপর মেয়েরা কী করে, আর কী করতে বাধ্য হয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আরো কিছু প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। দেখতে হবে সবার কার্যক্রম এক রকমই কি না। অথবা ভিন্নতা থাকলে সেটা কী?

মাসুদ এড এন্ড ফিল্ম- টেলিফিল্ম, প্যাকেজ, বিজ্ঞাপন নির্মাতা। ৩৬ পুরানা পল্টন, ভিআইপি রোড। কথা হলো মোঃ মাসুদ হোসেনের সঙ্গে। ভিজিটিং কার্ডে নিজেকে উল্লেখ করেছেন প্রযোজক এবং পরিচালক হিসেবে। মাসুদ হোসেনের সঙ্গে মডেলিং, অভিনয়, সাজসজ্জার ব্যাপারে খোলাখুলি কথা হলো। আমার আগ্রহের কথা শুনে জানতে চাইলেন পড়ালেখা কতদূর। বেশি না, অষ্টম-নবম শ্রেণী পর্যন্ত। আমি কি পারবো? আমার তো যোগ্যতা নেই? বললেন, নাটক করতে পড়ালেখা দরকার হয় না।

সবকিছু জেনে নিয়েছো তো? আর শোনো, মিডিয়ায় কাজ করতে হলে খোলামেলা হতে হয়। পরিচালক যা বলবে করতে হবে। জড়তা থাকলে চলবে না। গতকাল একজন এসেছিলো, আমাদের সব শর্ত মেনে নিতে রাজি। কিন্তু তাকে সুযোগ দেইনি। মেয়েদের সৌন্দর্য ফিগার ও লিপস। তার কোনোটাই ছিলো না। তোমাকে ভালো লেগেছে। মনে হয় তুমি পারবে

শারীরিক গঠন সুন্দর দরকার, যেটা আপনার আছে। নিয়মিত মিডিয়াতে কাজ করতে পারবো, টাকা পাব? জানালেন, সদস্য হলে কাজ পাবেন। আর প্রচার পেয়ে গেলে কাজ আসতেই থাকবে। একসময় হয়তো ২-৩ লাখ টাকা পাবেন। বাইরে অনুষ্ঠানে যেতে হবে, খরচ আমরাই দেবো। প্রয়োজনে পোশাকও সরবরাহ করবো। সদস্য হতে কি যোগ্যতা দরকার জানতে চাইলে বলেন, কোনো যোগ্যতা লাগবে না। ১৫০০ টাকা আর ৩ কপি ছবি লাগবে। সদস্য হলে নিয়মিত কাজ পাবেন। চলে আসতে চাইলে তাদের দরবার শরিফে দেখা করে যেতে বললেন। অনেকেই সদস্য হয়, কাজের সময় পাওয়া যায় না। আমাদের জান্নাতপুরী হুজুর মুখ দেখেই সব বলে দেন। ওনার সামনে গেলাম। হুজুররূপী একজন বসে আছেন আলোআঁধারী রুমে। কেন এসেছি, কী জানতে চাই ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। অভিনয়, মডেলিং করতে চাই। হুজুর বললেন, ঠিক আছে আপনাকে দিয়ে হবে। এবার যান। চলে এলাম। এখানেও আরো অনেক কথা হলো যা রানা টেলিফিল্মের অফিসে গিয়েও শুনতে হয়েছিল।

'হায়দার এন্ড ফিল্মস' আরেকটি প্রতিষ্ঠান। ঠিকানা এইচ-৯৯ (তয় তলা) কাকলী, বনানী, ঢাকা। ফোন করে পরিচয় হলো বাবুল নামক একজনের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠানটিতে গেলাম বিকেলে। লম্বা একটা সরু গলির তৃতীয় তলায় অফিস। বাবুল সাহেবকে পেলাম। নিজে থেকেই বললাম, একটু একাকী কথা বলবো। পাশের রুমে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে ছিলেন প্রযোজক ও পরিচালক মোঃ হেমায়েত খান হায়দার। উনিই আমার পরিচয়, বিয়ে করেছি কি না জানতে চাইলেন। নাম বললাম লোপা, বিয়ে করিনি। জানতে চাইলেন কি করতে আগ্রহী। মিডিয়াতে যেকোনো কাজ করতে চাই। মোবাইল নম্বর আছে? সদস্য ফরম পূরণ করে যান। ফোন নেই, তবে আপনার ভিজিটিং কার্ড পেলে পরে যোগাযোগ করবো। সদস্য ফরমটা চাইলাম, পূরণ করে আগামীকাল নিয়ে আসবো। কিন্তু অফিসের বাইরে ফরম দিতে রাজি হলেন না। যে রুমটাতে কথা বলছিলাম, সেখানে একটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ছিল। মনিটরে দেখা যাচ্ছিলো সবাই কি করছে।

পূর্বের দু'টি প্রতিষ্ঠান আর এটার মূল বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বোঝা গেল এরা সবাই নায়িকা, মডেল বানানোর নামে মেয়েদের ব্যবহার করছে। মেয়েরাও দ্রুত পরিচিত পাওয়ার জন্যে এসব প্রতিষ্ঠান যা বলছে সবই করছে।

আমার সামনেই একটি মেয়ে এসে বলল, আমি অভিনয় করতে চাই, মডেলিং করতে চাই। এর জন্যে যা করতে হয় করবো। একজন বললেন, রাতে থাকতে পারবেন? মেয়েটি বলল, হ্যাঁ পারবো। কোনো সমস্যা নেই।

এভাবে প্রতিদিন মেয়েরা বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে। নামসর্বস্ব পরিচালক-প্রযোজকরা তাদের ব্যবহার করছে অনৈতিক কাজে। যে মেয়ে নাচ-গান কিছুই জানে না তাকেও নিয়ে যাচ্ছে ব্যাংকক, বালি, মস্কো।